

সূত্রঃ এলপিগ্যাস/বিইআরসি/মূল্যহার/আবেদন/১৯০৮

তারিখঃ ১৯ আগস্ট, ২০২১ ইং

বরাবর

চেয়ারম্যান,

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন,

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ বিইআরসি কর্তৃক এলপিগ্যাসের মূল্য সমন্বয় আদেশ বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত সমস্যাবলী প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

আসসালামু আলাইকুম,

বিগত ১২ এপ্রিল, ২০২১ ইং তারিখ হতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত সৌদি সিপি অনুযায়ী ভোক্তাপর্যায়ে অটোগ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের বিজ্ঞপ্তি আমরা পেয়ে আসছি এবং আমরা উক্ত মূল্য বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল এলপিগ্যাস অটোগ্যাস স্টেশন মালিকবৃন্দকে উৎসাহিত করে আসছি। যেহেতু আমাদের এসোসিয়েশন দেশের সকল এলপিগ্যাস অটোগ্যাস স্টেশন মালিকবৃন্দের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করছে, সেই হিসেবে মালিকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যা ও মতামত আপনার নিকট বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

১. অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য প্রতি মাসে পরিবর্তিত হওয়ার দরুন সারা দেশের এলপিগ্যাস অটোগ্যাস স্টেশনগুলোতে তা বাস্তবায়ন ব্যাপক কষ্টসাধ্য হচ্ছে এবং ব্যাপক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু যানবাহনের বিভিন্ন জ্বালানীর যেমন সিএনজি, পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন ইত্যাদির বিক্রয়মূল্য প্রত্যেক মাসে পরিবর্তন করা হয়না, সেহেতু এলপিগ্যাস অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্যও প্রত্যেক মাসে পরিবর্তন না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। কেননা, বিক্রয়মূল্য অস্থিতিশীল হওয়ার কারণে গ্রাহকগণ তাদের যানবাহন এলপিগ্যাসে কনভার্সনে অনুরোধ করছে এবং বিনিয়োগকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ফলে সিএনজি'র বিকল্প জ্বালানী হিসেবে এলপিগ্যাস স্টেশন নিয়ে সরকারের যে পরিকল্পনা ছিল তা বাস্তবায়ন এখন গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাই এলপিগ্যাস অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য আগামী ১ (এক) বৎসরের জন্য অপরিবর্তিত রাখার জন্য প্রস্তাব করছি।
২. অধিকাংশ স্টেশন মালিকগণ প্রতিমাসে প্রণীত নতুন বিক্রয়মূল্য কার্যকর করলেও অনেক স্টেশন মালিক বিক্রয়মূল্য পরিবর্তন করতে রাজি হন না। আবার অনেক স্টেশন মালিকগণ তাদের ডিম্পেন্সারে বিইআরসি'র নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য ঠিক রেখে মানি রিসিপ্ট/টোকেন স্লিপে কম মূল্যে গ্যাস বিক্রয় করছেন। বিক্রয়মূল্যে ভিন্নতা থাকার কারণে গ্রাহকদের সাথে মালিকদের ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছে, সুসম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে, বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং কিছু মালিকগণ তাদের নিয়মিত গ্রাহক হারাচ্ছেন। ফলে তাঁরাও নিজেদের গ্রাহক ধরে রাখার জন্য এবং তাদের দৈনিক বিক্রয় অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিইআরসি'র নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য অমান্য করতে বাধ্য হচ্ছেন। এক্ষেত্রে বিইআরসি'র পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সহযোগিতা অপরিহার্য।
৩. সিএনজি'র চেয়ে এলপিগ্যাসের বিক্রয়মূল্য বেশী হলে, যানবাহনের বিকল্প সশ্রয়ী জ্বালানী হিসেবে এলপিগ্যাস গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারে। ফলশ্রুতিতে, যানবাহনের এলপিগ্যাসে কনভার্সন ব্যাপকভাবে কমে যাবে এবং ইতোমধ্যে এলপিগ্যাসে রূপান্তরিত যানবাহনসমূহ পুনরায় সিএনজি'তে ফিরে যাবে। ফলে এই ব্যবসায়িক খাত মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এলপিগ্যাসের বিক্রয়মূল্য সিএনজি'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অতীব জরুরী।

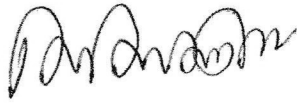


৪. যানবাহনে ব্যবহৃত অন্যান্য জ্বালানী যেমন- সিএনজি, পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন ইত্যাদির মতো এলপিগিজি অটোগ্যাসও যানবাহনের বিকল্প সাশ্রয়ী জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই ভোক্তাপর্যায়ে অটোগ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণীর গণশুনানী অন্যান্য এলপিগিজি'র মূল্যহার নির্ধারণীর গণশুনানীর থেকে আলাদা করা প্রয়োজন। আমাদের প্রস্তাবনা এই যে, এলপিগিজি অটোগ্যাসের মূল্যহার যানবাহনের অন্যান্য জ্বালানীর মূল্যহার নির্ধারণীর গণশুনানীর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।
৫. বিইআরসি'র বিক্রয়মূল্য বাস্তবায়ন সহজীকরণের লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তাবনা এই যে, সারাদেশে অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য প্রতি লিটার ৪৫/- টাকা ধার্য করা হোক। স্টেশন মালিকগণ ফর্মুলা অনুযায়ী (চলতি মাসের CP + Premium ২১০ ডলার (ভ্যাটসহ) + পরিবহন চার্জ ৪০ ডলার) বিইআরসি'র নির্ধারিত ক্রয়মূল্যে গ্যাস ক্রয় করবেন। সেক্ষেত্রে আমরা আশা করছি গড় কমিশন হবে ৮/- টাকা/লি। অর্থাৎ কখনও কমিশন বেশী হবে আবার কখনো কমিশন কম হবে। উক্ত প্রস্তাবনা বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

মহোদয়ের নিকট বিনীত আরজি এই যে, সারাদেশে সকল অটোগ্যাস স্টেশনে বিইআরসি'র নির্ধারিত এলপিগিজি'র বিক্রয়মূল্য বাস্তবায়নে এবং চলমান বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এলপিগিজি অটোগ্যাস ব্যবসাকে নিরাপদ এবং বিনিয়োগ বাস্তব করে তুলতে বিইআরসি'কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য সর্বিনয় অনুরোধ করছি।

উক্ত বিষয়ে আপনার সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

নিবেদক,



মোহাম্মদ সিরাজুল মাওলা
সভাপতি